গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কুষ্টিয়া।

সিটিজেন চার্টার

সর্তকতা

* আবেদনপত্রে অবশ্যই সঠিক তথ্য প্রদান করতে হবে।
* আবেদনপত্রে কোন মিথ্যা তথ্য দিয়ে থাকলে আপনি আইনতঃ দন্ডনীয় হবেন।
* ফরম পূরণ ও ব্যাংকে টাকা জমাদানের সময় নামের বানানে কোন ডট(.)/ হাইফেন(-)/ কোন (:) ইত্যাদি থাকলে তা ব্যবহার করা যাবে না (BRC/NID - তে থাকলেও)
* শিক্ষাগত বা চাকুরীসূত্রে প্রাপ্ত পদবীসমূহ (যেমন- ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ডক্টর, পিএইচডি, এ্যাডভোকেট ইত্যাদি) নামের অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে না।
* রঙ্গিন জামা কাপড় পড়া আবশ্যক (সাদা অথবা হালকা রঙের জামা কাপড় পরিহার করুন)।

ই-পাসপোর্ট ফি

* ই- পাসপোর্ট আবেদনের পূর্বে পাসপোর্ট ফি পরিশোধ করতে হবে।
* ই-পাসপোর্ট ফি এ চালানের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সরকারী/ বেসরকারী ব্যাংকে সকল শাখার জমা প্রদান করা যাবে।
* ই-পাসপোর্ট আবেদন ফি-এর সাথে ১৫% ভ্যাট সংযোজিত।
* ১৮ বছরের নিম্ন এবং ৬৫ বছরের উর্ধ্ব বয়সী আবেদনকারীগণ ৫ বছর মেয়াদী পাসপোর্ট পাবেন।
* অফিসিয়াল (নীল রঙের) পাসপোর্টের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৫ বছর।

বিতরনের প্রকৃতি	সাধারণ			
	৪৮ পৃষ্ঠা		৬৪ পৃষ্ঠা	
	০৫ বছর	১০ বছর	০৫ বছর	১০ বছর
নিয়মিত	৪,০২৫	৫,৭৫০	৬,৩২৫	৮,০৫০
জরুরী	৬,৩২৫	৮০,৫০	৮,৬২৫	১০,৩৫০
অতিব জরুরী	৮,৬২৫	১০,৩৫০	১২,০৭৫	১৩,৮০০

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ সম্ভাব্য ডেলিভারী পাওয়ার সময়ঃ পুলিশ প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রাপ্তি সাপেক্ষে সাধারণ পাসপোর্ট এর ক্ষেত্রে ২১ কর্মদিবস, জরুরী ১০ কর্মদিবস এবং অতিব জরুরী পাসপোর্ট ০২ কর্মদিবসে সরবরাহ করা হবে।
(অতিব জরুরী পাসপোর্ট ঢাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।)

ই-পাসপোর্ট আবেদনপত্র জমাদানের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি

* এপয়েন্টমেন্ট শিডিউলের প্রিন্ট কপি।
* অনলাইনে আবেদনকৃত ফরমের প্রিন্ট কপি।
* ফি জমা প্রদানের রসিদ।
* মূল জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)/অনলাইন জন্ম নিবন্ধন (BRC) সনদ এবং তার ফটোকপি।
* অপ্রাপ্ত বয়স্ক (১৮ বছরের নিম্নে) আবেদনকারীদেও ক্ষেত্রে পিতা- মাতার মূল জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) এবং তার ফটোকপি।
* পূর্ববর্তী মূল এমআরপি পাসপোর্ট এবং পাসপোর্ট এর ডাটা পেইজ এর ফটোকপি।
* ০৬(ছয়) বছরের নিম্নে আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট সাইজের ও 3R সাইজের (সাদা ব্যকগ্রাউন্ড) ম্যাট পেপারে ল্যাব প্রিন্টের রঙ্গীন ছবি দাখিল করতে হবে।
* প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল সনদসমূহ (যেমন- ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ড্রাইভার ইত্যাদি) আপলোড/সংযোজন করতে হবে।
* স্থায়ী ঠিকানা, বৈবাহিক অবস্থা, পেশা অথবা অন্যান্য তথ্যাদি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত তথ্য সংশ্লিষ্ট যাবতীয় দলিলাদি দাখিল করতে হবে।
* ১৫(পনের) বছরের নিম্নে আবেদনকারীদের পিতা-মাতার ছবি অথবা বৈধ অভিভাবকের পাসপোর্ট সাইজের ছবি দাখিল করতে হবে।
* আপনার জন্য প্রযোজ্য সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদির মূল কপি সঙ্গে আনতে হবে।

নির্দেশনা

* www.e-passport.gov.bd এই website -এ অনলাইনে e-passport এর আবেদন করতে হবে।
* তারকা চিহ্নিত ক্রমিক নম্বরগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে।
* জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) অথবা অনলাইন জন্ম নিবন্ধন (BRC) সনদ অনুযায়ী আবেদন পত্র পূরণ করতে হবে।
* জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) অথবা অনলাইন জন্ম নিবন্ধন (BRC) সনদ অনুযায়ী নিম্নোক্ত বয়স অনুসারে দাখিল করতে হবে।
* ক) ১৮ বছরের নিম্নের হলে অনলাইন জন্ম নিবন্ধন (BRC) সনদ।
* খ) ১৮ বছরের উর্ধ্বে হলে জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) আবশ্যক।
* অপ্রাপ্ত বয়স্ক (১৮ বছরের কম) আবেদনকারী যার জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নাই, তার পিতা-মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
* দত্তক/অভিভাবকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট আবেদনের সাথে সুরক্ষা সেবা বিভাগ , স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় হতে জারিকৃত আদেশ দাখিল করতে হবে।
* প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জিও (GO)/এনওসি (NOC)/প্রত্যয়নপত্র/অবসরোত্তর ছুটির আদেশ (PRL Order) সংযোজন করতে হবে, যা ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিজ নিজ (Website) এ আপলোড থাকতে হবে।
* রি-ইস্যু আবেদনকারীগণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান পূর্ববর্তী এমআরপি/ই-পাসপোর্ট এর ছায়ালিপি সহ দাখিল করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মূল পাসপোর্ট টি প্রদর্শন করতে হবে। হারানো পাসপোর্ট এর ক্ষেত্রে মূল জিডি (GD) এর কপি আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।
* স্থায়ী ঠিকানা, বৈবাহিক অবস্থা, পেশা অথবা অন্যান্য তথ্যাদি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত তথ্য সংশ্লিষ্ট যাবতীয় দলিলাদি দাখিল করতে হবে।
* স্বামী/স্ত্রীর নাম সংযোজনের ক্ষেত্রে নিকাহ্নামা (Marriage Certificate) এবং বিবাহ বিচ্ছেদেও ক্ষেত্রে তালাকনামা (Divorce Certificate) দাখিল করতে হবে।
* সরকারী চাকুরীজীবিগণের ক্ষেত্রে GO/NOC ইস্যুপূর্বক সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে প্রেরণ করতে হবে এবং ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে আপলোড হয়েছে কি-না তা নিশ্চিতপূর্বক আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।
* আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে পিয়নবুকের মাধ্যমে GO/NOC মূলকপি প্রেরণ করতে হবে।
* পৌরসভার মেয়র/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিক সনদ/প্রত্যায়ন পত্র আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।
* অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের আবেদনের ক্ষেত্রে পেনশন বই ও অবসরোত্তর ছুটির আদেশ (PRL) -এর ছায়ালিপি সহ দাখিল করতে হবে এ ক্ষেত্রে মূল পেনশন বই/অবসরোত্তর ছুটির আদেশ (PRL) এর মূল কপি সঙ্গে আনতে হবে।
* সাদা শার্ট/পাঞ্জাবী অথবা হালকা রঙের জামা পরিধান করে ছবি তোলা যাবে না। এছাড়া টিপ, অলংকার, টুপি ও চশমা ইত্যাদি ব্যবহার করে ছবি তোলা যাবে না।
* ফরম পূরণ এবং ব্যাংকে টাকা জমাদানের ক্ষেত্রে নামের বানানের ডট (.), হাইফেন (-), কমা (,) ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না এবং পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রী মৃত হলে 'Late' লিখা যাবে না।
* নামের পূর্বে ও পরে কোন প্রকার পদবী/টাইটেল (যেমন- Dr., Engr, Prof, Hazi এবং Al-hazz ইত্যাদি) ব্যবহার করা যাবে না।

পাসপোর্ট পেতে বিলম্ব হওয়ার কারণ ঃ

* পূর্বের পাসপোর্টের তথ্য গোপন করলে।
* পাসপোর্টের তথ্য পরিবর্তন/সংশোধন করলে।
* যথাসময়ে পুলিশ প্রতিবেদন না হলে অথবা পুলিশ প্রতিবেদন বিপক্ষে প্রদান করা হলে।
* ABIS Check Failed হলে।
* সার্ভার জটিলতার কারণে।
* Face Match/ আবেদনকারীর চেহারা অন্য কোন আবেদনকারীরর সাথে মিলে গেলে।
* পূর্বের পাসপোর্ট বাতিল/ Terminate করলে।
* একাধিক পাসপোর্ট Active থাকলে।
* একটি আবেদন পেন্ডিং থাকা অবস্থায় আরেকটি আবেদন করলে।
* পেমেন্ট সমস্যা হলে।

ই- পাসপোর্টের বর্তমান অবস্থা জানার প্রক্রিয়া ঃ

* www.epassport.gov.bd > Application Status > Enrollment no, জন্মতারিখ এবং ক্যাপচা পূরণ করে সাবমিট করার মাধ্যমে আবেদনের বর্তমান স্ট্যাটাস জানা যাবে।
* বিতরণ স্লিপে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে আবেদনের বর্তমান স্ট্যাটাস জানা যাবে।

HOT 115